ওরা আসছে, অষ্ট্রেলিয়াকে বাঁচান

কর্ণফুলী রিপোর্ট

"ওরা আসছে, রিফুজি ভিসাতে দরখাস্ত করে অষ্ট্রেলিয়াতে থেকে যাওয়ার জন্যে ওরা বাংলাদেশ থেকে দলে দলে ছুটে আসছে। ওদের ছোবল থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দেশ অষ্ট্রেলিয়াকে বাঁচান।" আহাজারি করে বলেছেন একজন দেশপ্রেমী অষ্ট্রেলিয়ান। আসন্ন সুযোগ সন্ধানী শরনার্থীরা কেউ সপরিবারে অথবা কেউ একাই আসছে। কেউ একক চেষ্টায়, কেউ কোন সাংস্কৃতিক দলের সাথে অথবা কেউ কোন কোম্পানীর ভুয়া স্পন্সরে অতি সহসা অষ্ট্রেলিয়াতে ঢুকছে বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে। সিডনীতে আসন্ন বহুজাতিক বানিজ্য মেলায় অংশগ্রহন করার নামে প্রচুর 'প্রসপেক্টিভ রিফুজী' এখন দেশে তাদের তল্পি-তল্পা গুটাচ্ছে। বাংলাদেশের অস্থির ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রচুর লুটেরা ব্যাবসায়ী, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতা ও ইসলামিক-সন্ত্রাসী অষ্ট্রেলিয়াতে টুরিষ্ট ভিসার আড়ালে পালিয়ে আসার জন্যে চেষ্টা করছে। সিডনীস্থ একজন প্রাক্তন রিফুজী যিনি বর্তমানে 'টেক্সিওয়ালা সাংবাদিক' হিসেবে পরিচিত এবং নব্বুই দশকের গোড়াতে ব্যাঙ্ককে 'আদম-আকিদ' নামে কুখ্যাত ছিল, তিনি ও তার বিশেষ সহযোগী প্রবীন-রিফ্যুজী দরখাস্তকারী কায়ছার আহমেদ সহ তারা দুজনে আসন্ন কয়েকজন বাংলাদেশী 'প্রসপেক্টিভ রিফুজি' বিষয়ে নিরলসভাবে অষ্ট্রেলিয়াতে খেটে যাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

তাদের বিশেষ সহযোগিতায় চলতি সপ্তাহের যে কোনদিনে বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন তরুন সাংসদ ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট (নির্বাচিত নয়, নিয়োগকৃত) এর পুত্র স্বপরিবারে সিডনীতে অবতরন করতে যাচ্ছেন। সিডনীর এই দুই নন্টে ও ফন্টে প্রসপেক্টিভ রিফুজি-এম.পিকে বিমানবন্দরে সপরিবরে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে গত কয়েক হপ্তা রিহার্সেল করে নিয়েছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সিডনী থেকে প্রকাশিত একটি পারিবারিক ওয়েবসাইটে রিফুজী এম.পি'র সেই সম্বর্ধনার ছবিগুলো দেখা যাবে। বিশ্বস্থসুত্র থেকে জানা গেছে যে 'লেজ ধরা পার্টি'র (এল.ডি.পি) উক্ত তরুন সাংসদ বর্তমানে বাংলাদেশের 'রাজনৈতিক ধর-পাকড়' থেকে বাঁচতে গিয়ে টুরিষ্ট ভিসা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে 'ফুটে' আসছেন। অবতরনের পর পরই তিনি উক্ত টেক্সিওয়ালা সাংবাদিক ও তার দোসর কায়ছারের [নন্টে এবং ফন্টে] সহযোগীতায় অষ্ট্রেলিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্যে আবেদন করবেন। উক্ত রিফুজি-এম.পি'র জন্যে একজন ডাকসাঁইটে উকিলও অগ্রীম ঠিক করে রাখা হয়েছে বলে শোনা গেছে। তার রিফুজি আবেদনের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমান 'পোক্ত' করার জন্যে উক্ত সাংসদ সিডনীতে অবতরন পর পরই তাকে নিয়ে কয়েকটি সেমিনার ও ঘরোয়া সমাবেশ করার আয়োজনও করা হয়েছে। কায়ছার এ সুযোগে তার শেষ হয়ে যাওয়া রিফুজি কেসটিকে পুর্নজিবীত করতে উক্ত রিফুজি-এম.পি'র সাথে যোগসাজশ করে এল.ডি.পি'র নামে কিছু কাগজপত্র তৈরী করে নেবে বলে গোপন সুত্রে জানা গেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে গত এক দশকে অষ্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, কয়েকজন যুগ্ম সচীব, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, দুজন সংসদ সদস্য সহ বেশ কয়েকজন গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তি ভুল তথ্য দিয়ে বাংলাদেশ থেকে টুরিষ্ট ভিসা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে আসে এবং অবতরন পর রিফুজী ভিসার জন্যে আবেদন করেছিলেন। আর এই বিশ্বাস ভঙ্গের কারনে গত এক দশকে বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক গুরুত্বপুর্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সরকারী আমলা ও মন্ত্রী সঠিক তথ্য ও প্রমানাদি দেয়া সত্বেও ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন তাদের টুরিষ্ট ভিসা আবেদন নাকচ করে দিয়েছিলেন। আসন্ন এই তরুন প্রাক্তন সাংসদও এর ব্যতিক্রম হবেন না বলে কমিউনিটিতে বেশ গুঞ্জন চলছে।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে 'রিফুজী-কায়ছার' এর মত লায়ন ক্লাব অথবা রোটারী ক্লাবের পরিচিতি বুকে ধারন করে বিভিন্ন উপায়ে টুরিষ্ট ভিসা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে প্রচুর সুবিধাবাদী রিফুজীর আগমন ঘটতে পারে বলে কয়েকজন বিশ্লেষক কর্ণফুলীকে বাংলাদেশ থেকে ফোন করে তাদের অভিমত জানিয়েছেন। এরূপ কোন সুবিধাবাদীর আগমনের অগ্রীম সংবাদ জানা থাকলে দেশপ্রেমী ও সচেতন নাগরিক হিসেবে হাতের কাছের ফোনটি তুলে যে কেউ সিডনী বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন বিভাগকে ০২-৯৬৬৯ ১৫৩১ [02-9669 1531] অথবা ফেডারেল পুলিশকে ০২-৯৬৬৯ ১৪২৪ [02-9669 1424] নাম্বারগুলোতে ডায়াল করে জানাতে পারেন। দেশপ্রেমীকের দেয়া রিপোর্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ঠ ইমিগ্রেশন ও ফেডারেল পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিক উক্ত তথ্য ও উপাত্ত ফেডারেল সিস্টেমে ঢুকিয়ে রাখবেন এবং এরকম কোন সন্দেহপ্রবণ সুযোগসন্ধানী, সন্ত্রাসী অথবা প্রতারক অষ্ট্রেলিয়ান সীমানার যেকোন বন্দরে পদার্পনের সাথে সাথে তার টুরিষ্ট বা এন্টারটেইনমেন্ট ভিসার যথার্থতা বিচার করে দেখবেন।

নিজে বাঁচুন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচান, সর্বোপরি নিজ পরিবারের 'রুটি-রুজি'র দেশ অষ্ট্রেলিয়াকে সুবিধাবাদী, আদম দালাল ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করুন, প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিকে এই বিষয়ে সচেতন করুন।

কর্ণফুলী রিপোর্ট